নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
রাজনৈতিক অধিশাখা-৬

পরিপত্র

নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০২০-১৪

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪২৭ / ১৯ জানুয়ারি ২০২১

বিষয়: **চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২১ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন।**

আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বুধবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ ভূমিকার উপর সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান বহুলাংশে নির্ভর করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ সততা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে অবশ্যই সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে।

২। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২১ এ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পুলিশ এবং আনসার ও ভিডিপি সদস্য নিম্নরূপে মোতায়েন হবে:

| সাধারণ ভোটকেন্দ্র | গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্র |
|---|---|
| (১) পুলিশ-৪জন (অস্ত্রসহ) [১ জন এসআই/এএসআই ও ৩ জন কনস্টেবল] | (১) পুলিশ-৬জন (অস্ত্রসহ) [১ জন এসআই/এএসআই ও ৫ জন কনস্টেবল] |
| (২) অঙ্গীভূত আনসার-১×পিসি (অস্ত্রসহ) | (২) অঙ্গীভূত আনসার-১×পিসি (অস্ত্রসহ) |
| (৩) অঙ্গীভূত আনসার-১×এপিসি (অস্ত্রসহ) | (৩) অঙ্গীভূত আনসার-১×এপিসি (অস্ত্রসহ) |
| (৪) অঙ্গীভূত আনসার/ভিডিপি সদস্য-১০×জন (লাঠিসহ) [মহিলা-৪, পুরুষ-৬] | (৪) অঙ্গীভূত আনসার/ভিডিপি সদস্য-১০×জন (লাঠিসহ) [মহিলা-৪, পুরুষ-৬] |
| মোট = ১৬ জন | মোট = ১৮ জন |

৩। **মোবাইল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স নিয়োগ:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনি এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মোবাইল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ, এপিবিএন, ব্যাটালিয়ন আনসার, বিজিবি ও র‍্যাব নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব পালন করবে:

| সিটি কর্পোরেশনের নাম | থানার সংখ্যা | সংরক্ষিত ওয়ার্ড সংখ্যা | সাধারণ ওয়ার্ড সংখ্যা | ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা | পুলিশ, এপিবিএন ও ব্যাটালিয়ন আনসার-এর সমন্বয়ে | | | র‍্যাব (প্রতিটি সাধারণ ওয়ার্ডে ১টি টীম হিসেবে) | বিজিবি ( প্রতি ২টি সাধারণ ওয়ার্ডে ১ প্লাটুন) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | মোবাইল ফোর্স (প্রতিটি সাধারণ ওয়ার্ডে ১টি) | স্ট্রাইকিং ফোর্স (প্রতি ০৩টি সাধারণ ওয়ার্ডে ১টি) | রিজার্ভ স্ট্রাইকিং (প্রতি থানায় ১টি করে) | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| চট্টগ্রাম | ০৬ | ১৪ | ৪১ | ৭৩৫ | ৪১ | ১৪ | ০৬ | ৪১ টিম | ২৫ প্লাটুন |


ডাইরী নং ২৫০
তারিখ ২৮.০১.২১
স্বাস্থ্য ও পঃ কঃ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সচিব এর দপ্তর
অতি: সচিব (প্রশাসন)
অতি: সচিব (উন্নয়ন)
অতি: সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)
অতি: সচিব (হাসপাতাল)
অতি: সচিব (বাজেট)
অতি: সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)
অতি: সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারী)
অতি: সচিব (ঔষধ প্রশাসন ও আইন)
যুগ্মসচিব
যুগ্মপ্রধান
একান্ত সচিব
সচিব

৪। **আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যদের করণীয়:**

(ক) ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচনে স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় ভোটকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করতে হবে;

(খ) যতদূর সম্ভব মহিলা ভোটকেন্দ্রে ও ভোটকক্ষে মহিলা এবং পুরুষ ভোটকেন্দ্রে ও ভোটকক্ষে পুরুষ অঙ্গীভূত আনসার/ভিডিপি সদস্য নিয়োগ করতে হবে;

(গ) ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ভোট গ্রহণের পূর্বের ০২ (দুই) দিন, ভোটগ্রহণের দিন এবং ভোটগ্রহণের পরের ০১ (এক) দিন মোট ০৪ (চার) দিনের জন্য নিয়োজিত থাকবে। তবে অঙ্গীভূত আনসার প্রশিক্ষণের জন্য ০১ (এক) দিনসহ মোট ০৫ (পাঁচ) দিনের জন্য নিয়োজিত থাকবে;

(ঘ) ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন রাতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার সাথে ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সকল সদস্য ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করবে;

(ঙ) মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স ভোট গ্রহণের দিন এবং তার আগে ০২ (দুই) দিন ও পরে ০১ (এক) দিন মোট ০৪ (চার) দিন অর্থাৎ **২৫ জানুয়ারি ২০২১** হতে **২৮ জানুয়ারি ২০২১** তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে;

(চ) স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে ভোটকেন্দ্রের বাহিরে র‍্যাব/পুলিশের টিম সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে:

(ছ) স্থানীয় চাহিদা, ভোটকেন্দ্রের অবস্থান ও ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা, ওয়ার্ড বিন্যাস ইত্যাদি বিবেচনায় এবং বাস্তবতার নিরিখে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কমিশনার এর সাথে আলোচনা করে মোবাইল-স্ট্রাইকিং ফোর্সের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবেন;

(জ) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য ০২ টি র‍্যাবের রিজার্ভ টিম নিয়োজিত রাখতে হবে;

(ঝ) মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে নিয়োজিত প্রতিটি টিম, বিশেষ করে বিজিবির টহল দলে ০১ জন করে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে হবে;

(ঞ) ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য সকলের নিরাপত্তা, এ ইভিএম এর নিরাপত্তা বিধান ও সুশৃঙ্খলভাবে ভোটগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ট) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং ক্ষেত্রমতে, প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে অবস্থানকারী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং টহল কাজে নিয়োজিত পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবির সহায়তায় **ইভিএম** কারিগরি সদস্যগণের যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।

(ঠ) ভোটকেন্দ্রে গমনাগমনে ব্যবহৃত যানবাহন হতে ইভিএম বা নির্বাচনি মালামাল নামানো, অল্প দূরত্বের জন্য বহন কাজে ২/৩ জন গ্রাম পুলিশ/ স্বেচ্ছাসেবক বা শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। **ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ:**

(ক) **এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ:** নির্বাচনি আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিম্নরূপ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত থাকবেন:

| নির্বাচন | এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|
| চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন | ১৪ (চৌদ্দ) জন | মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরের দিন হতে ভোটগ্রহণের তিনদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রতি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের জন্য ০১জন করে আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য নিয়োজিত |
| | ৪১ (একচল্লিশ) জন | ভোটগ্রহণের দুইদিন পূর্ব হতে ভোটগ্রহণের পরদিন পর্যন্ত প্রতি সাধারণ ওয়ার্ডের জন্য ০১জন করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্সের সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত |

উল্লিখিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্সের সাথে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ফোর্স মোতায়েনকালীন সময়ে নিয়োজিত থাকবে।

(খ) **জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি-৮৬ এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে নির্বাচনি এলাকায় বিধি- ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ এর উপ-বিধি (১) এবং বিধি-৭৮ এর অধীন নির্বাচনি অপরাধসমূহ সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুযায়ী ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা-১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন বিচারার্থে আমলে নেয়ার জন্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের তথ্য নিম্নরূপ:

| সিটি কর্পোরেশনের নাম | দায়িত্বকাল | দিন | জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন | ২৫/০১/২০২১ হতে ২৯/০১/২০২১ | ০৫ দিন | ২০ জন |

৬। **নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ:** ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও নির্বাচনি এলাকার সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধানে সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগ ইত্যাদির দায়িত্বে থাকবেন রিটার্নিং অফিসার। স্থানীয় অবস্থা ও বাস্তবতার নিরিখে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ও ক্ষেত্রমতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারের সাথে পরামর্শক্রমে ভোটকেন্দ্রের পুলিশ, আনসারের সংখ্যা, নির্বাচনি এলাকার মোবাইল বা স্ট্রাইকিং ফোর্স সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করাসহ এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন। তবে ফোর্স সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সার্বিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা ভোটগ্রহণের ন্যূনপক্ষে ২(দুই) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

৭। **সার্বিক সমন্বয় সাধন:** রির্টানিং অফিসার, সহকারী রির্টানিং অফিসার এবং নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর প্রতিনিধিগণ অন্যান্য সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে এক বা একাধিক বৈঠকের আয়োজন করবেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র এবং নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। রির্টানিং অফিসার এবং সহকারী রির্টানিং অফিসারগণ নিজ নিজ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ/ফোর্সের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন।

৮। **আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় ও মনিটরিং সেল:** রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে নির্বাচনের ০২/০৩ দিন পূর্ব হতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি সমন্বয় সেল স্থাপন করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮.০০ মি. হতে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উক্তরূপ আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন করতে হবে। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় ও মনিটরিং সেল স্থাপন করা হবে। ভোট গ্রহণের দিন ফলাফল ঘোষণা শেষ না হওয়া

পর্যন্ত মনিটরিং সেল খোলা থাকবে। উক্ত সেল থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

৯। **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য অর্থ বরাদ্দ:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ নিজ নিজ ব্যয়ের চাহিদা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবে এবং নির্বাচন কমিশন চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে।

১০। **চেকপোস্ট স্থাপন:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রবেশ পথে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চেক পোস্ট বসাতে হবে। নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত চেক পোস্টগুলো সার্বক্ষণিকভাবে চালু থাকবে।

১১। **মহিলা ও প্রতিবন্ধিগণকে সহায়তা:** মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ভোটারগণ যাতে নিরাপদে, নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে কর্তব্যরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ সহায়তা প্রদান করবে।

১২। **ভোটগ্রহণের দিন করণীয়:**

(ক) ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন এবং ভোট দান শেষে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন এর জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মোবাইল টিমসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলের ব্যবস্থা করা;

(খ) গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যে কোন প্রকার বেআইনী ও অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সর্বদা সজাগ থাকার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণকে কড়া নির্দেশ প্রদান করা;

(গ) গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনবোধে মেটাল ডিটেক্টর/আর্চওয়ে মাধ্যমে চেকিং এর ব্যবস্থা করা;

(ঘ) ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল ঘোষণা করার পর পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সহকারে নির্বাচনি ফলাফল ও নির্বাচনি সামগ্রী রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার এর কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) নির্বাচনের দিন ভোট গণনা শেষে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রির্টানিং অফিসারের কাছে ফলাফল না পৌঁছানো পর্যন্ত পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও টহল জোরদার করা;

(চ) ভোটগ্রহণের দিন আইন ও বিধি অনুসারে কতিপয় অপরাধের তাৎক্ষণিক বিচারকার্য (Summary Trial) সম্পন্ন করার জন্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত গঠন করা হবে। এছাড়াও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্টের দায়িত্ব পালন করবে;

(ছ) ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে লোকজনকে ধূমপান হতে বিরত রাখা এবং দিয়াশলাই ও লাইটারসহ অন্যান্য দাহ্য পদার্থ বহনে কড়াকড়ি আরোপ করা;

(জ) ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক হিটার বা যেকোন ধরনের চুলা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।

১৩। **সংশ্লিষ্ট বাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট কার্যাদি:** সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের সার্বিক সমন্বয়ে বিভিন্ন বাহিনী নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করবে:

(১) **বিজিবি/আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন:**

(ক) বিজিবি/আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে;

(খ) চট্টগ্রাম মহানগর এলাকাসমূহে বিজিবি এবং নির্বাচনি এলাকার নিকটবর্তী নদী পথে নৌ-পুলিশ দায়িত্ব পালন করবে;

(গ) রিটার্নিং অফিসার সহায়তা কামনা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করবে;

(ঘ) রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারের চাহিদা ব্যতিরেকে ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে কিংবা ভোট গণনাকক্ষে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না;

(ঙ) নির্বাচনী এলাকায়/নির্বাচনের জন্য হুমকিস্বরূপ কোন ব্যক্তি/বস্তুর যাতায়াত/চলাফেরা ইত্যাদি আইন অনুযায়ী রোধ করা;

(চ) সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটকেন্দ্র সমূহের ইভিএম এবং ইভিএম এর কারিগরি সহায়তায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

(২) **র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) :**

(ক) র‍্যাব মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে;

(খ) নির্বাচনি এলাকায় সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবে;

(গ) রিটার্নিং অফিসার সহায়তা কামনা করলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করবে;

(ঘ) র‍্যাব আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবে;

(ঙ) রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারের চাহিদা ব্যতিরেকে ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে কিংবা ভোট গণনাকক্ষে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না;

(চ) সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটকেন্দ্র সমূহের ইভিএম এবং ইভিএম এর কারিগরি সহায়তায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

(৩) **পুলিশ বাহিনী :**

(ক) নির্বাচনি এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর। ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই হবে ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রধান কাজ;

(খ) নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সকল সরঞ্জাম ও দলিল দস্তাবেজ আনা নেয়ার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(গ) নির্বাচন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(ঘ) নির্বাচন কার্যালয়সমূহ, রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের নিরাপত্তা বিধান করা;

(ঙ) স্থানীয় জননিরাপত্তা, ভোটকেন্দ্রে ভোটারগণকে সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড় করানোসহ স্থানীয় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা;

(চ) ভোটারগণের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা;

(ছ) সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটকেন্দ্র সমূহের ইভিএম এবং ইভিএম এর কারিগরি সহায়তায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

**(৪) আনসার ওভিডিপি:** পুলিশ বাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে।

১৪। **প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা:**

(ক) অস্ত্র ও গোলাবারুদের পরিমান ও ধরন স্ব স্ব বাহিনীর সদর দপ্তর নির্ধারণ করবে;

(খ) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়পূর্বক আবাসন ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে হবে;

(গ) স্ব স্ব বাহিনী তাদের নিজ নিজ সংস্থার যানবাহন ব্যবহার করবে।

১৫। **নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহণ ও বিতরণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ:** নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এলাকায়, রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা হতে ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি দ্রব্যাদি সর্বোচ্চ নিরাপত্তার সাথে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬। **ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তার সাথে নির্বাচনি দ্রব্যাদি ও ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা প্রেরণ ও ভোটকেন্দ্র হতে ফলাফল নিরাপদে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ:** ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন নির্বাচনি দ্রব্যাদিসহ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণকে ভোটকেন্দ্রে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য এবং ভোটগণনার পর ফলাফলসহ ইভিএম ও নির্বাচনি দ্রব্যাদি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে গমনের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭। **যন্ত্রচালিত যানবাহন/নৌ-যান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন উপলক্ষ্যে **২৬ জানুয়ারি ২০২১** তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ টা হতে ২৭ জানুয়ারি **২০২১** তারিখ মধ্যরাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় কতিপয় নৌ-যান/স্থলযান যেমন-লঞ্চ, ট্রলার ও স্পীডবোট, পিকআপ, ট্রাক ইত্যাদি চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। সেই সাথে **২৫ জানুয়ারি ২০২১** তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ টা হতে **২৮ জানুয়ারি ২০২১**তারিখ সকাল ৬.০০টা পর্যন্ত মোটর সাইকেল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। মোটর সাইকেল ও বিভিন্ন যানবাহনের উপর উপরোল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট, দেশী/বিদেশী পর্যবেক্ষকদের (পরিচয়পত্র থাকতে হবে) ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য। তাছাড়া নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দেশী/বিদেশী সাংবাদিক (পরিচয়পত্র থাকতে হবে), নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনের বৈধ পরিদর্শক এবং কতিপয় জরুরি কাজ যেমন-এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক ও টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য উল্লিখিত যানবাহন এবং মোটর সাইকেল চলাচলের ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। এতদ্ব্যতীত, জাতীয় মহাসড়ক (Highways), বন্দর ও জরুরি পণ্য, ঔষধ, খাদ্য ইত্যাদি দ্রব্যাদি সরবরাহসহ অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এরূপ নিষেধাজ্ঞা শিথিলের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মহাসড়ক ছাড়াও আন্তঃজেলা বা মহানগর থেকে বাহির বা প্রবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, মহাসড়ক ও প্রধান প্রধান রাস্তার সংযোগ সড়ক বা উক্তরূপ সকল রাস্তায় নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে হবে। প্রতিবন্ধী ভোটারদের সহায়তায় নিয়োজিত গাড়ির ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল থাকবে। বিদেশ বা দেশের বিভিন্ন স্থানে গমন অথবা বিদেশ বা দেশের বিভিন্ন স্থান হতে আগত যাত্রীদের বিমান/নৌ বন্দর বা বাস স্টেশন/টার্মিনালে যাওয়ার জন্য অথবা উক্তরূপ বন্দর, স্টেশন বা স্থান হতে বাসস্থানে যাওয়ার জন্য এবং অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজে চলাচলের জন্য নিয়োজিত (টিকেট, পাসপোর্ট বা অনুরূপ উপযুক্ত কাগজপত্র/প্রমাণাদি থাকা সাপেক্ষে) যানবাহন ক্ষেত্রবিশেষ মোটর সাইকেল চলাচলে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ/নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় হতে পৃথক আদেশ জারি করা হবে।

১৮। **বৈধ অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ:** সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় **২৫ জানুয়ারি ২০২১** তারিখ ভোর **৬.০০** টা হতে **২৯ জানুয়ারি** ২০২১ তারিখ দিবাগত রাত **১২.০০** টা পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে।

১৯। **নির্বাচনি প্রচারণার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৪ বিধি অনুসারে ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ ঘণ্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮.০০টা হতে রাত ১২.০০টা এবং

ভোটগ্রহণের দিন রাত ১২.০০টা হতে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা অর্থাৎ সমন্বিতভাবে **২৫ জানুয়ারি** ২০২১ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০টা হতে **২৯ জানুয়ারি** ২০২১ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০টা পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা তাতে যোগদান করতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘটিত করতে বা তাতে যোগদান করতে পারবেন না। এ বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার স্থানীয়ভাবে ব্যপক প্রচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২০। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম:** শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে জেলাপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন করতে হবে। গঠিত টিমসমূহ সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

২১। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৩০ অনুসারে যেসকল ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে-উপস্থিত থাকার যোগ্য তাঁদের একটি তালিকা ভোটকেন্দ্রের প্রকাশ্য স্থানে সকলের অবগতির জন্য টানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অবাঞ্ছিত কোন ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেয়ার নির্দেশ জারি করতে হবে।

২২। **নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সহযোগিতা প্রদান:** নির্বাচন পর্যবেক্ষণে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পর্যবেক্ষকসহ আগত দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক দলকে কমিশনের নীতিমালার আলোকে আইনানুগ সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

২৩। **অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:**

(ক) ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোটারদের সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং ইতোমধ্যে জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে ক্যাম্প স্থাপন করতে না দেয়া;

(গ) ভোটকেন্দ্রে কোন প্রকার দাঙ্গা, সন্ত্রাস বা অনিয়ম সংঘটিত হলে কিংবা আইন ও বিধির কোন ব্যত্যয় ঘটলে ভোটগ্রহণ বন্ধ করা;

(ঘ) মহিলা ভোটারদের জন্য পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক মহিলা বুথ স্থাপন করা এবং যথাসম্ভব মহিলা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) বিধি মোতাবেক প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট নিয়োগদানের সুযোগ দেয়া। যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট ভোটগণনার সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটকেন্দ্রে কোন নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট নিয়োজিত না করেন, তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির কথা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক লিখিতভাবে রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা;

(চ) প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল ও সরকারি ফলাফল প্রচারকালে "রিটার্নিং অফিসারের সরকারি/ বেসরকারি ফলাফল প্রচার ও প্রকাশ কেন্দ্রে" উপস্থিত থাকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট এবং অন্যান্য সংগঠন, যেমন-স্থানীয় প্রেস ক্লাব ও বারের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা তাঁদের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা করা;

(ছ) স্পর্শকাতর নির্বাচনি দ্রব্যাদি ও কাগজপত্র স্থানীয় ট্রেজারিতে (ডাবল লকে) আইনানুগ সময়ের জন্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

(জ) ভোটগ্রহণ এবং ভোটগণনা শেষে প্রিজাইডিং অফিসারগণ কর্তৃক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় স্বল্পতম সময়ে ভোটকেন্দ্র থেকে ভোটগণনা বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা। প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার বিবরণীসহ ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যাদি সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌছানো এবং বেসরকারি ফলাফল ঘোষণার জন্য ফলাফল একত্রীকরণ (compilation) এর পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ। সে সাথে অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঝ) নির্বাচনি ফলাফল দ্রুততার সাথে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট এলাকার টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ইন্টারনেট সচল রাখা। এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্বাচনী ফলাফল সমন্বয় ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঞ) নির্বাচন চলাকালীন সার্বক্ষণিকভাবে ইভিএম সচল রাখা/ অন্যান্য প্রয়োজনে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(ট) নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পূর্ব ও পরবর্তী যে কোন দুর্ঘটনা/অগ্নিকান্ড জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল, পানিবাহি গাড়ি ও এম্বুলেন্সসহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দল প্রস্তুত থাকবে।

(ঠ) জরুরি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক সরঞ্জামাদি, এ্যাম্বুলেন্স ও যানবাহনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক দল প্রস্তুত রাখতে হবে;

(ড) নির্বাচনকে বাঁধাগ্রস্ত বা ব্যহত করার জন্য কেউ কোন সন্ত্রাসী কিংবা ভয়ভীতিমূলক কার্যে লিপ্ত হবার চেষ্টা করলে তাদের প্রতিহত করা এবং আইন মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করা;

(ঢ) প্রত্যেক বাহিনী/সংস্থা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে কাজ করবে। রির্টানিং অফিসার নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত সকল বাহিনী/সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন করবে;

(ণ) চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

২৪। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইন বিধি-বিধান বা নির্দেশনার বিষয়ে কোন সংশয় থাকলে তা সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ করে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে।

২৫। সংশ্লিষ্ট সকলের আইনানুগ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই কেবল সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে। এই দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৮/০১/২০২১
(মোস্তাফা কামাল উদ্দীন)
সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০১.২১-৯৪০ তারিখ: ২৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি. / ১১ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:**

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৫. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
৬. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২৫.০১.২০২১
(জাকিয়া পারভীন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭৯৮৫
admin1@hsd.gov.bd